গাংনীতে অস্ত্র, বোমা ও গাঁজা উদ্ধার, ডাকাতদের পলায়ন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চোখতোলা মাঠে অভিযান চালিয়ে ১টি পিস্তল, ৫টি ককটেল বোমা ও ৪০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী।

রবিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে মেহেরপুর সেনা ক্যাম্পের মেজর ফারহান এবং লেফটেন্যান্ট মিনহাজের নেতৃত্বে একটি দল অভিযান পরিচালনা করে।

সেনা ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেনা ক্যাম্প জানতে পারে, গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের চোখতলা মাঠে ডাকাতির উদ্দেশ্যে ককটেল বোমা প্রস্তুত করছিল একদল দুষ্কৃতীকারী। এমন সংবাদের পেয়ে সেনাবাহিনীর অভিযানিক দলটি সেখানে অভিযান চালায়। অভিযান দলের উপস্থিতি টের পেয়ে দুষ্কৃতিকারীরা ২টি মোটরসাইকেলে পালিয়ে যায়। পরে ওই এলাকায় তল্লাশি করে ১টি পিস্তল, ৫টি ককটেল বোমা এবং ৪০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

সেনা ক্যাম্প থেকে জানানো হয়, দুষ্কৃতিকারীরা ওই স্থানে ডাকাতি ও ছিনতাই করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। উদ্ধারকৃত পিস্তল, বিস্ফোরক ও গাঁজা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়।

কুষ্টিয়া জেলা কারাগার থেকে বন্দী কয়েদিদের পলায়ন

কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের গেট ভেঙে বেশ কয়েকজন বন্দি পালিয়েছেন। কতজন পালিয়ে গেছেন তা নির্দিষ্ট করে বলতে পারেনি কারা কর্তৃপক্ষ। তবে ধারণা করা হচ্ছে আনুমানিক ২০-৩০ জন পালিয়েছেন।

কি না সেটাও বলতে পারেননি ওই কর্মকর্তা। তিনি বলেন, বন্দিদের তালিকা মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। তালিকা মেলানোর পর জানা যাবে কতজন বন্দি পালিয়েছেন। পাশাপাশি পালিয়ে যাওয়া বন্দিদের পরিচয় জানা যাবে।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো. এহেতেশাম রেজা জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে ১২-১৩ জন বন্দি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে বলে তিনি জানতে পেরেছেন। বন্দিদের পালানো ঠেকাতে কারারক্ষীরা বেশ কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে। খবর পেয়ে সেনা সদস্যরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

কুষ্টিয়া ক্যাম্পের দায়িত্বে থাকা লে. কর্নেল মো. মাহবুবুল আলম শিকদার জানান, কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। আমরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হই।